32

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

ইসলামী ভার্সিটিতে ছাত্র লীগের অবরোধ কর্মসূচী অব্যাহত

৩ বছরের সেশনজট মাথায় নিয়ে হল ছাড়ছে ছাত্র-ছাত্রীরা

সায়ফুল হক সিরাজী ঃ ছাত্র লীগ (শা-পা) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আহূত অনির্দিষ্টকালের অবরোধ পরবর্তী সপ্তাহ অতিবাহিত হলেও আজ পর্যন্ত কোন সমঝোতা ও সমস্যার নিরসন হয়নি। প্রধান ফটকসহ প্রশাসনিক ভবন ও অন্যান্য সকল অফিসসমূহে এখনো তালা ঝুলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহনসমূহ বন্ধ থাকায় ক্লাস ও পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষাসমূহ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সাড়ে পাঁচ হজার ছাত্র-ছাত্রী তিন বছরের সেশনজটের দুর্বিষহ বোঝা মাথায় নিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে শুরু করেছে। ফলে আবাসিক হলসমূহ এখন ছাত্র-ছাত্রী শূন্য হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মূল ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে একটি সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য ষড়যন্ত্রে ছাত্র লীগ (শাপা) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ৩টি ধর্মীয় বিভাগ বন্ধ করাসহ ভাইস চ্যান্সেলরের পদত্যাগের দাবীতে গত ২৯ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধ আহবান করে এবং ভাইস চ্যান্সেলরকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখে টেলিফোন সংযোগসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ফলে ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ইনাম-উল হক ইতোমধ্যে ক্যাম্পাস ত্যাগে বাধ্য হয়। ফলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি দারুণ বিশৃংখল অবস্থায় নিপতিত হয়। কর্তৃপক্ষ সূত্র থেকে কোন স্পষ্ট নির্দেশ ও ছাত্র লীগের অবরোধের মুখে বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অচলাবস্থায় নিপতিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহল দারুণ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটালেও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নীরব রয়েছে। পূর্বের সংঘটিত সহিংস ঘটনায় সৃষ্ট অচলাবস্থার মাত্রা নতুন করে এ অবরোধ আরো তীব্রতর করে তোলার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থবিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। অবিলম্বে এ অচলাবস্থার নিরসন না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব কোথায় পৌছবে- এ নিয়ে পর্যবেক্ষক-অভিভাবক মহলে দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হচ্ছে।

শিবিরের বিশাল সমাবেশ

ইসলামী ছাত্র শিবির কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ শাহজাহান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এক বিশাল সমাবেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্মীয় বিষয়ক বিভাগ ফিকাহ, মুসলিম দর্শন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। শিবির ইঃবিঃ শাখার উদ্যোগে গতকাল ক্যাম্পাসে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে। নবনির্বাচিত শাখা সভাপতি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শিবিরের কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদক মোঃ ইউনুস ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া জামায়াতের জেলা আমীর যথাক্রমে মাওলানা আবুল কাশেম ও আব্দুল ওয়াহেদ, বিশ্ববিদ্যালয় সাবেক সভাপতি আছাদুজ্জামান, রবিউল বাশার ও মোস্তফা জামান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার কুদরতই খুদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের মাধ্যমে ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে চায়। বক্তারা অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ও ফিকাহ, মুসলিম দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

শিবিরের ইঃবিঃ শাখার পুনঃ নির্বাচন

গতকাল শনিবার শিবিরের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ১৯৯৭ সেশনের পুনঃ নির্বাচনে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে মোঃ নজরুল ইসলাম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া সদস্যদের পরামর্শক্রমে মোঃ রবিউল বাশারকে সেক্রেটারী ও মোস্তফা জামানকে সাংগঠনিক সম্পাদক মনোনীত করা হয়। নির্বাচন পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ শাহজাহান।

ইনকিলাব পাঠক সংসদের বিবৃতি

নবগঠিত "ইনকিলাব পাঠক সংসদ" ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক জনাব এস আরেফীন লেলিন এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ইনকিলাবের প্রতি বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আরোহণ করার পর পরই পূর্ববর্তী বাকশালী চরিত্রের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের পদক্ষেপ নিয়ে তাদের আসল চরিত্রের আত্ম প্রকাশ করেছে। অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা না হলে দেশপ্রেমিক জনতা এর সমুচিত জবাব দিতে পিছপা হবে না।